Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- **চট্টগ্রাম।**

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ৩১ day of জুলাই**,** ২০২৩

Other Suit No. ৬৭/ ২০২২

মোঃ ইসলাম চৌধুরী Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

জাহাঙ্গীর আলম চৌং গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০১/০৪/১৫ খ্রিঃ, ৮/৬/১৫ খ্রিঃ, ২১/১০/১৮ খ্রিঃ, ০৬/০৮/১৯ খ্রিঃ, ২১/১০/১৯ খ্রিঃ, ০৯/১১/২১ খ্রিঃ, ২০/০৭/২৩ খ্রিঃ, ০৫/১১/২০ খ্রিঃ, ১৫/০৩/২২ খ্রিঃ, ২১/০৭/২২ খ্রিঃ, ২৯/৯/২২ খ্রিঃ, ৩০/১০/২২ খ্রিঃ, ০৯/০২/২৩ খ্রিঃ, ১৬/০৩/২৩ খ্রিঃ ও ৩০/৪/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য	Advocate for Plaintiff/ petitioner
জনাব মোঃ খুরশিদ আলম	Advocate for Defendant/ Opposite party
জনাব টিপু কুমার নাথ	Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ও বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বিগত ০৪/০৩/২০০৭ ইং তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রামে অত্র মামলাটি দায়ের হলে উহা অপর ৯২/২০০৭ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভূক্ত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ,

চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখের ৬১ নং আদেশ মূলে উক্ত মামলাটি অত্রাদালতে বদলী করা হয় যা **অপর ৬৭/২০২২** নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী থানার অন্তর্গত শিকলবাহা ও দ্বীপকালা মোড়ল মৌজায় স্থিত নালিশী তপশীলভুক্ত দাগাদির ভূমি ওয়াকফ সম্পত্তি হয়। উক্ত দাগাদির ভূমির মালিক মকবুল আলী চৌধুরী, তজু মিয়া চৌং,কবির আহামদ চৌং, বদিয়র রহমান চৌং ও ফজর আলী গং বিগত ০৩/০৭/১৯৪০ ইং তারিখে ৩০৫৯ নং ওয়াকফ নামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি "জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ এষ্টেট" এর নামে ওয়াকফ করেন। ওয়াকফানামা দলিলের শর্তমতে মকবুল আলী চৌধুরী মোতওয়াল্লী ছিলেন। মকবুল আলী চৌধুরী মরনে ছালে আহামদ মতোয়াল্লী হয়। ছালেহ আহমদ এর মৃত্যুতে তজু মিয়া পুত্র সুলতান আহামদ মোতওয়াল্লী নিযুক্ত হয়। সুলতান আহামদ মরণের পর মকবুল আলীর নাতী ছালে আহাম্মদ চৌং পুত্র ইব্রাহীম মোতওয়াল্লী হয়। ইব্রাহীম ০৫/১২/১৯৯০ ইং তারিখের মারা যায়। ইব্রাহীম এর মৃত্যুতে বাদী স্মারক নং ওঃ প্রঃ / চটঃ (দঃ) ১৬১ তাং ১৮/০৭/০৬ ইং মূলে মোতওয়াল্লী নিযুক্ত হন এবং উক্ত সম্পত্তি ইসিভূক্ত করেন যাহার নম্বর ৮৮৮৭। এইভাবে বাদী মোতাওয়াল্লী নিযুক্তক্রমে তফসিলোক্ত ভূমি শাসন সংরক্ষণ ও পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য এই, ইতোপূর্বে মোতোয়াল্লী সুলতান আহামদ চৌধুরী পটিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতে নালিশী ভূমি সংক্রান্তে ৭০/১৯৫৪ ইং মামলা করেন। উক্ত মামলা বিগত ২৭/০৪/১৯৫৬ ইং তারিখে দোতরফা সূত্রে ডিক্রী হয়। নালিশী তপশীলভুক্ত ভূমি সম্পর্কিত অপর ২০৪/২০০৭ ইং মামলায় সোলেনামা ডিক্রী রদ ও রহিতের জন্য বাদী চট্টগ্রাম ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ১২১/০৯ ইং মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় অপর ২০৪/০৭ ইং মামলার সোলেনামা ডিক্রীর কার্য্যক্রম স্থগিতের আবেদন করা হলে তা নামঞ্জুর হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ সিভিল রিভিশন ১৯৪/২০১১ ইং দায়ের করিলে বিগত ১৮/০২/২০১৩ ইং তারিখে তা মঞ্জুর করা হয়। বাদী বিগত ০১/০২/০৭ ইং তারিখে স্থানীয় তহশীল অফিসে খাজনা পরিশোধ করতে গেলে উক্ত সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে জানতে পারেন। ১৩/০২/২০০৭ ইং তারিখে বি এস খতিয়ানের সি.সি কপি সংগ্রহ পূর্বক দেখেন যে বিগত বি. এস. খতিয়ানে তফসিলোক্ত ভূমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড ভুক্ত না হইয়া ভুল ভিত্তিহীনভাবে বিবাদীগণের পিতা ও নানা অর্থাৎ ইব্রাহীম ও সুলতানের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত অশুদ্ধ বি. এস. খতিয়ানের দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তিতে বাদীর ভোগ দখলের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনি। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র মামলা আনয়ন করেন।

অন্যদিকে ১৭-৩২ নং পক্ষভুক্ত বিবাদীর পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমির মালিক ছিলেন জিন্নত আলী চৌধুরী। উক্ত জিন্নত আলী মরণে ৪(চার) পুত্র যথাক্রমে- ১) মকবুল আলী চৌধুরী, ২) তজু মিয়া চৌধুরী, ৩) ফজর আলী চৌধুরী এবং ৪) আমজাদ আলী চৌধুরী ওয়ারীশ হয়। আমজাদ আলী মরণে ২ পুত্র কবির আহমদ ও বদিউর রহমান থাকে।। তৎ মতে মকবুল আলী চৌধুরী, তজু মিয়া ও ফজর আলীর প্রত্যেকের নামে।. (চার আনা) আনা এবং কবির আহমদ ও বদিয়র রহমানের প্রত্যেকের নামে √. (দুই আনা) অংশ জরীপ হিসাবে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত ফজর আলী ১ পুত্র নুর মোহাম্মদ, ৪ কন্যা পরীজান, দ্বীপক জান, মিশিরি জান ও কমল জান কে ওয়ারীশ রেখে যান। আর. এস. রেকর্ডীয় প্রজা মকবুল আলী চৌধুরী, তজু মিয়া চৌং, কবির আহাম্মদ, বদিয়র রহমান এবং ফজর আলীর ১ পুত্র নুর মোহাম্মদ তাহাদের প্রাপ্ত স্বত্ব বিগত ০৩/০৭/১৯৪০ ইং তারিখে ওয়াকফ করেন। কিন্তু ফজর আলীর ৪ কন্যা তাহাদের স্বত্ব ওয়াক্ফ করেননি। ফলতঃ ফজর আলীর ত্যাজ্য সম্পত্তি $\frac{২}{৩}$ অংশ তৎ কন্যাগণ প্রাপ্ত হইয়া ভোগদখল করিতে থাকেন। উক্ত দীপক জান, পরীজান ও মিশিরিজান মরণে অত্র পক্ষভুক্ত বিবাদীগণ ওয়ারীশ হন।

নালিশী ৮নং তপশীলোক্ত সম্পত্তি আপোষ মতে পক্ষভুক্ত বিবাদীগণ মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে স্থিত আছেন। কিন্তু বি. এস. জরীপ এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে না হয়ে বিবাদীগণের মাতার চাচাতো ভাই সোলতান আহমদের নামে জরীপ প্রচার হইয়াছে। উক্ত ভুল জরীপের কারণে এই বিবাদীগণের স্বত্বে কোন কিছু সৃষ্টি হয় নাই। উক্ত সোলতান আহমদের পুত্র নুর মোহাম্মদ দুলোর্ভে বশীভূত হইয়া ৩য় যুগ্ম জিলা জজ সদর চট্টগ্রামে এই বিবাদীর বিরুদ্ধে অপর- ২০৪/০৭ ইং মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মামলা সোলেসূত্রে ডিক্রী মূলে নালিশী ৮নং তপশীলোক্ত আর. এস. ১২১৯ নং দাগের ৯৭ শতক সম্পত্তি এই বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। তৎ মতে উক্ত দাগের সম্পত্তিতে এই পক্ষভুক্ত বিবাদীগণ বর্তমানে নিরঙ্কুশ ভোগ দখলে আছে। নালিশী ৮নং তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে বাদীর কোন স্বত্ব ও দখল নাই বিধায় বাদীর মামলা খারিজ হইবে।

অন্যদিকে ৩৩ নং পক্ষভুক্ত বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে নালিশী তপশীলোক্ত ভূমির মালিক ছিল জিন্নত আলী চৌধুরী। উক্ত জিন্নত আলী মরণে ৪(চার) পুত্র যথাক্রমে- ১) মকবুল আলী চৌধুরী, ২) তজু মিয়া চৌধুরী, ৩) ফজর আলী চৌধুরী এবং ৪) আমজাদ আলী চৌধুরী তাহারা জিন্নত আলীর মৃত্যুর পর ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হন। আর. এস. রেকর্ডীয় মালিকগণের সহিত পারিবারিক আপোষ বিভাগ মতে আর. এস. ২৫৩৮ খতিয়ানের আর. এস. ১২১৯/১২২২/১২৪০ দাগাদির সমুদয় ১.৩১ একর নালভূমি তজু মিয়া চৌধুরী এককভাবে প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে তজু মিয়া চৌধুরী মরনে উক্ত সম্পত্তি পুত্র সুলতান আহমদ চৌধুরী প্রাপ্ত হন। সুলতান আহমদ চৌধুরীর নামে পি. এস. $\frac{২৫৮৪}{২৫৩৮/১}$ ও বি. এস. ৭৭৪ নং খতিয়ান হয়। অতঃপর সুলতান আহমদ চৌধুরী মরনে পুত্র নুর মোহাম্মদ চৌধুরী ও একমাত্র কন্যা মালিকা বেগম ওয়ারিশ থাকেন। নূর মোহাম্মদ চৌধুরী বোনের সহিত আপোষ বন্টনে তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোগ

দখলে থাকাবস্থায় বিগত ০৯/০৮/২০০৮ সনে ৫৬৮৬ নং দলিল মূলে বি. এস. ৭৭৪ খতিয়ানের বি. এস. ১৩০৬ দাগের আন্দর ২০ শতাংশ বা (১০ গন্ডা সম্পত্তি পক্ষভুক্ত বিবাদী মাহফুজ কামালের নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি বি. এস. ১৬৬৯ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। বাদী উক্ত নামজারির বিরুদ্ধে নামজারী আপীল ১৮৭/২০১১ দায়ের করিলে উহা নামঞ্জুর হলে তৎ বিরুদ্ধে বাদী অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আদালতে নামজারী রিভিশন ২১০/২০১৫ দায়ের করিলে উক্ত মামলা নামঞ্জুর হয় এবং পক্ষভুক্ত বিবাদী মাহফুজ কামালের নামজারী খতিয়ান নং- ১৬৬৯ বহাল থাকে। উক্তমতে পক্ষভুক্ত বিবাদী সন সন খাজনা আদায়ে অদ্যাবধি ভোগ দখলে আছেন। **বাদী ০৩/০৭/৪০ সালের কথিত বানোয়াট ওয়াকফনামা দলিলে বিরোধীয় আর. এস. ১২১৯ দাগ যাহার অনুরূপ বি. এস. দাগ ১৩০৬ লিপি নাই।** উপরন্তু কথিত ওয়াকনামা দলিল কোনদিন কার্যকর হয়নি। বি. এস. জরীপ চুড়ান্ত হওয়ার প্রাক্কালে বাদী উক্ত ওয়াকফনামা দলিল মূলে জরীপে আপত্তি ৩০ ধারা ও ৩১ ধারা ও ৪২ ধারায় কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেননি। প্রায় ৭৮ বৎসর পর বাদী মামলা করিয়া বেআইনীভাবে এই পক্ষভুক্ত বিবাদীর খরিদা সম্পত্তি দাবী করিতেছে। উক্ত মামলা তামাদি দোষে বারিত বিধায় খারিজযোগ্য।

অন্যদিকে ৭নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে নালিশী আর. এস. ১২১৯ দাগ হায় ৯৭ শতক এবং আর. এস. ১২৪১ দাগ হায় ৪১ শতক সর্বমোট ১৩৮ শতক ভূমিতে দ্বীপকালার মোড়ল সাকিনের জিন্নত আলী চৌধুরীর পুত্র মকবুল আলী, ফজর আলী, তজু মিঞা এবং আহামদ আলীর পুত্র কবির আহামদ চৌধুরী, বদিয়র রহমান চৌধুরী স্বত্ববান ছিলেন। তৎ মতে আর. এস. জরিপে স্বত্বের কলামে অংশমতে তাহাদের নামে শুদ্ধমতে জরিপ পরিমিত হইয়া এই বিবাদী পূর্ববর্তী তজু মিঞা কিম্বা সুলতান আহামদ চৌধুরী কোন ভূমি মসজিদের উদ্দেশ্যে দান কিম্বা ওয়াকফ করেন নাই। বাদী উক্ত ফেরবী দলিল সৃজন করতঃ জনসমাজে এই বিবাদীর ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। বিরোধীয় ভূমি সম্পর্কে উক্ত ফেরবী ওয়াকফ নামার অনুবলে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ ষ্টেট এর কোনরূপ ইসি ভুক্ত হয় নাই কিম্বা কোন প্রকার মোতোয়াল্লী নিযুক্ত হয় নাই। বাদী নিজে নিজে মোতায়াল্লী সাজিয়ে উক্ত ফেরবী ওয়াক্ফ নামা সৃজন করতঃ এই বিবাদীকে অনর্থক জেরবার ও হয়রান করার কু-অভিপ্রায়ে অত্র ক্লেশকর মোকদ্দমার অবতারণা করিয়াছেন। বাদীর মোকদ্দমা ক্লেশকর ও হয়রানী মূলক প্রনিধানে সব্যয় খারিজ করা আবশ্যক।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি জিন্নত আলী ওয়াকফ এস্টেটের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি কিনা ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ ইসলাম চৌধুরী (P.W.1); মোহাম্মদ বশির (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ ৭ নং বিবাদীপক্ষে নাছিমা আকতার (D.W.1), ৩৩ নং বিবাদীপক্ষে মাহাফুজ কামাল (D.W.2)। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। দ্বীপকালা**মোড়ল মৌজার** আর. এস. ৪৩ ও ৪৪ নং খং সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। একই মৌজার বি. এস. ১৪৭ ও ২৬৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। শিকলবাহা মৌজার আর. এস. ৪৪২, ৪৬১, ৪৩১, ৪৩০, ২৫৩৮, ২৮৩৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। একই মৌজার বি. এস. ২৬৬ ও ৬৬১ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ৪ সিরিজ
৫। বিগত ০৩/০৭/৪০ ইংরেজীর ৩০৫ নং ওয়াকফ দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ৫
৬। ১ম মুন্সেফী আদালতের অপর ৭০/১৯৫৪ নং মোকদ্দমার আর্জি ও রায় ডিক্রীর সি. সি.	প্রদর্শনী ৬ সিরিজ
৭। সিভিল রিভিশন মামলা নং ১৯৪/২০১১ এর আদেশ (রায়ের) এর সি. সি.	প্রদর্শনী ৭
৮। বাদী মোতয়াল্লির আমমোক্তানামার আমি মোতায়াল্লি হবার সমর্থনে যোগদানপত্র দাখিল।	প্রদর্শনী ৮
৯। খাজনার রশিদ দাখিলা	প্রদর্শনী ৯ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ক
২। আর. এস. ২৫৩৮ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। পি. এস. ২৫৮৪ নং খং সি. সি.	প্রদর্শনী গ
৪। বি. এস. ৭৭৪ নং খং সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। শিকলবাহা মৌজার আর. এস. ২৫৩৮ নং খং সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী ক১
২। পি. এস. $\frac{২৫৮৪}{২৫৩৮/১}$ নং খতিয়ানের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী খ১
৩। বি. এস. ৭৭৪ নং খং সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী গ১
৪। সোলতার আহম্মদ চৌধুরী ওয়ারিশগণের সনদের মূল কপি	প্রদর্শনী-ঘ১
৫। এই বিবাদীর খরিদা ০৯/০৮/২০০৮ ইং তারিখের ৫৬৮৬ নং খরিদা দলিলের আসল	প্রদর্শনী-ঙ১
৬। বি. এস. ১৬৬৯ নং খতিয়ানের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী-চ১
৭। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-ছ১ সিরিজ
৮। নামজারী আপীল ১৮৭/২০১১ মামলার আদেশ এর সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী-জ১
৯। অতিরিক্ত বিবাগীয় কমিশনার এর নামজারী আপীল ২১০/১৫ মামলার আদেশের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী-ঝ১
১০। বিজ্ঞ ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত চট্টগ্রাম এর অপর ১২১/০৯ মামলার খারিজ আদেশের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী-ঞ১

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ ঃ **অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?**

অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত ১-৯ নং তফসিলী সম্পত্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয় যাহা বাদী মোতওয়াল্লী হিসাবে শাসন সংরক্ষন করে আসছেন। নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোনকালে কোন স্বত্ব দখল ছিল না। বাদী স্থানীয় তহসিল অফিসে খাজনা পরিশোধ করতে গেলে তহসিলদার সম্পূর্ণ অংশের খাজনা নিতে অস্বীকার করে। তখন বাদী জানতে পারেন যে বি.এস রেকর্ড ভুল ভাবে বিবাদীদের নামে রেকর্ড হয়েছে। ভুল রেকর্ডের কারনে বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্বে মালিকানা দাবি করিলে বাদীগণ সর্বপ্রথম ১৩/০২/২০০৭ খ্রিঃ

তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ ২০/০২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করেন। বিগত ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ০৪/০৩/২০০৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **“ অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? ”**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫-৭ ঃ

“ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি জিন্নত আলী ওয়াকফ এস্টেটের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি কিনা ?”

“তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?”

“বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?”

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। আরজির বর্নিত দ্বীপকালামোড়ল ও শিকলবাহা মৌজাস্থ ১-৯ নং তফসিলে বর্নিত সম্পত্তি নিয়ে অত্র মামলা দায়ের করেছেন। বাদীপক্ষের দাবি হলো তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি ০৩/০৭/১৯৪০ ইং সনের ৩০৫৯ নং ওয়াকফনামা দলিলমূলে জিন্নত আলী ওয়াকফ এসেস্ট এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয় যাহাতে বিবাদীগণ বা তৎ পূর্ববর্তীদের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপি হয়েছে।

বাদীপক্ষ উক্ত ০৩/০৭/১৯৪০ ইং সনের ৩০৫৯ নং ওয়াকফনামা দলিলের সিসি কপি দাখিল করেছেন যাহা প্রদর্শনী-৫ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত ওয়াকফনামা দলিলের তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায় , সর্বমোট ১২ টি তফসিলের ভূমি ওয়াকফ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ১) চরলক্ষ্যা মৌজার ৬৫৫ ও ৬৫৬ খতিয়ানে ।√৯ গন্ডা, ২) চরলক্ষ্যা মৌজার আর এস ১২৬০/১২৬১ খতিয়ানের √১৫ গন্ডা ৩) চরলক্ষ্যা মৌজার আর এস ১২৬২/১২৬৩ খতিয়ানের ৫ গন্ডা ৪) চরপাথরঘাটা মৌজার আর এস ২৪০ খতিয়ানের ১ ।।- ৫ গন্ডা ৫) দ্বীপকালামোড়ল মৌজার ২১৫ নং খতিয়ান ও শিকলবাহা মৌজার আর এস ২৫৩৮ নং খতিয়ানের ১৫ কানি ৭ গন্ডা,৬) ছিকলবাহা মৌজার আর এস ৪৬১ খতিয়ানের তিন কানি ৯ গন্ডা দুই কড়া এবং দ্বীপকালামোড়ল মৌজার আর এস ৮৬ নং খতিয়ানের ছয় কানি ১৯ গন্ডা দুই কড়া ভূমি ও আর এস ৪৬২ খতিয়ানের ১৭ গন্ডা ২ কড়া ৭) শিকলবাহা মৌজার আর এস ৪৪২ নং খতিয়ানের চার কানি ৯ গন্ডা

৮) শিকলবাহা মৌজার আর এস ৪৩০ খতিয়ানের ৮ কানি ৪ গন্ডা দুই কড়া ও দ্বীপকালামোড়ল মৌজার ৪৩ নং খতিয়ানের ১৩ গন্ডা দুই কড়া ৯) শিকলবাহা মৌজার আর এস ২৮৩৫ নং খতিয়ানের ১ কানি দুই কড়া ১০) শিকলবাহা ও দ্বীপকালামোড়ল মৌজার আর এস ১৮৪১ খতিয়ানে ৪ কানি দুই কড়া ১৮৪২ খতিয়ানে ৫ গন্ডা দুই কড়া ১৮৪৩ নং খতিয়ানে তিন কানি ১৫ গন্ডা, ১১) দ্বীপকালামোড়ল মৌজার আর এস ২৫১ খতিয়ানের ১৯ গন্ডা ২ কড়া, ২৫৩ খতিয়ানে ৬ গন্ডা, ২৫২ নং খতিয়ানে ১৩ গন্ডা দুই কড়া, ১২) দ্বীপকালামোড়ল ও শিকলবাহা মৌজার আর এস ৪৪ নং খতিয়ানের ১৬ গন্ডা দুই কড়া, ৪৩১ নং খতিয়ানের ৫ গন্ডা দুই কড়া সম্পত্তি হয়।

উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে, নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমির মালিক ছিলেন জিন্নত আলী চৌধুরী। উক্ত জিন্নত আলী মরণে ৪(চার) পুত্র যথাক্রমে- ১) মকবুল আলী চৌধুরী, ২) তজু মিয়া চৌধুরী, ৩) ফজর আলী চৌধুরী এবং ৪) আমজাদ আলী চৌধুরী ওয়ারীশ হয়। আমজাদ আলী মরণে ২ পুত্র কবির আহমদ ও বদিউর রহমান থাকে। নালিশী দ্বীপকালামোড়ল মৌজার সম্পত্তি আর এস ৪৩, ৪৪, ২৬৪ নং খতিয়ানভূক্ত হয়। তবে ২৬৪ নং খতিয়ান সম্পত্তি উক্ত ওয়াকফ দলিলে পাওয়া যায়নি। অপরদিকে শিকলবাহা মৌজার সম্পত্তি আর এস ৪৪২, ৪৬১, ৪৩১, ৪৩০, ২৫৩৮ ও ২৮৩৫ খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় দ্বীপকালামোড়ল মৌজার আর এস ৪৩ ও ৪৪ নং খতিয়ান সমূহের সি.সি কপি প্রদর্শনী- ১ ও ১(ক) এবং শিকলবাহা মৌজার আর এস ৪৪২, ৪৬১, ৪৩১, ৪৩০, ২৫৩৮ ও ২৮৩৫ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী- ৩, ৩(ক)-৩(ঙ) হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন যথাক্রমে জিন্নত আলী চৌধুরীর পুত্র মকবুল আলী, ফজর আলী, তজু মিয়া ও আমজাদ আলী চৌধুরীর পুত্র কবির আহম্মদ ও বদিউর রহমান। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় দেওয়ানী ৭০/১৯৫৪ মোকদ্দমার আরজি [প্রদর্শনী- ৬] ও রায়ের সি.সি কপি প্রদর্শনী-৬(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত জিন্নত আলী চৌধুরী তাহার স্থাপিত মসজিদ ও অন্যান্য ধর্ম কার্যের জন্য ১২৫৪ মঘীর ২৫ শে মাঘ তারিখে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে একখানা ওয়াকফ করেন। জিন্নত আলী মরনে তাহার ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা ছিল। উক্ত ওয়াকফনামার নির্দেশমতে মকবুল আলী ১ম মোতওয়াল্লী নিযুক্ত হন। মকবুল আলী মোতওয়াল্লী থাকাকালে উক্ত মকবুল আলী, তজু মিয়া, আমজাদ আলীর পুত্র কবির আহম্মদ বদিউর রহমান ও ফজর আলীর পুত্র নূর আহম্মদ আরো কিছু সম্পত্তি যোগ করিয়া ১ম ওয়াকফ স্বীকারে ১৩০২ মঘীর ১৯ শে আষাড় (০৩/০৭/১৯৪০ ইং) তারিখে ৩০৫৯ নং ২য় ওয়াকফনামা [প্রদর্শনী-৫] সম্পাদন করেন। ৭০/১৯৫৪ মোকদ্দমায় উক্ত দুইটি ওয়াকফনামা প্রদর্শনী-১ ও ১(এ) হিসাবে চিহ্নিত হয়। অর্থাত জিন্নত আলীর সম্পত্তি জিন্নত আলী কর্তৃক ও তৎ পরবর্তীতে তৎ ওয়ারীশ মকবুল আলী গং কর্তৃক জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট বরাবরে ওয়াকফ করার বিষয়টি সত্য। উক্ত মামলার রায় পর্যালোচনায় দেখা যায়, তফসিলোক্ত কয়েকটি খতিয়ানের সম্পত্তিসহ অপরাপর সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয় এবং জিন্নত আলীর নাতী

সুলতান আহম্মদ পিতা- তজু মিয়া কে জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর মোতওয়াল্লী ঘোষনা করা হয়।

১৯৪০ সনের উক্ত ওয়াকফ দলিল প্রদর্শনী-৫ ও অত্র মামলার নালিশী ১-৯ নং তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৩ নং খতিয়ান, ২ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৪ নং খতিয়ান, ৪ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৪২ নং খতিয়ান, ৫ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৬১ নং খতিয়ান, ৬ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৩১ নং খতিয়ান, ৭ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৩০ নং খতিয়ান , ৮ নং তফসিলোক্ত আর এস ২৫৩৮ নং খতিয়ান এবং ৯ নং তফসিলোক্ত আর এস ২৮৩৫ নং খতিয়ান অন্তর্গত সম্পত্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি মর্মে প্রতীয়মান হয়। **উল্লেখ্য ৩ নং তফসিল বর্নিত আর এস ২৬৪ নং খতিয়ানের সম্পত্তি ওয়াকফ দলিল বহির্ভূত সম্পত্তি হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।** সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার ১,২,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিগত ০৩/০৭/১৯৪০ ইং সনের ৩০৫৯ নং ওয়াকফনামা দলিলের অন্তর্গত সম্পত্তি হয়। [প্রদর্শনী-৫] হতে আরো প্রতীয়মান হয় দাতাগনের পৈত্রিক মসজিদ এর যাবতীয় কাযকর্ম সুচারুভাবে পালন এবং তফসিলোক্ত সম্পত্তির সুশাসন ও ভাবী ওয়ারীশদের সুযোগ সুবিধার্থে ও সম্পত্তির অপচয় রোধে উক্ত ওয়াকফ এর উদ্দেশ্যে ছিল। ৭০/১৯৫৪ মোকদ্দমার রায়ের সি.সি কপি প্রদর্শনী-৬(ক) হতে ইহা স্পষ্ঠ যে উক্ত মসজিদ জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট অন্তর্ভূক্ত সম্পত্তি হয়। সুতরাং অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট অন্তর্ভূক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত রায় দৃষ্টে আরো প্রতীয়মান হয়, তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ড সঠিক ছিল না কারন জিন্নত আলী চৌধুরী সমুদয় সম্পত্তি ওয়াকফ করিলেও আর এস খতিয়ানে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড না হয়ে জিন্নত আলীর পরবর্তী ওয়ারীশদের নামে রেকর্ড হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় আরজি বর্নিত ১,২,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিগত ০৩/০৭/১৯৪০ ইং সনের ৩০৫৯ নং ওয়াকফনামা দলিল মূলে কথিত মসজিদ তথা জিন্নত আলী ওয়াকফ স্টেট এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৭০/১৯৫৪ মোকদ্দমার রায় দৃস্টে সুলতান আহম্মদ জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর মোতওয়াল্লী ছিলেন। উক্ত সুলতান আহামদ মরণের পর মকবুল আলীর নাতী ছালে আহাম্মদ চৌং পুত্র ইব্রাহীম মোতওয়াল্লী হয়। ইব্রাহিম মোতওয়াল্লী হবার বিষয়টি বি এস ২৬৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ক) হতে প্রমাণিত। বাদীপক্ষের দাবিমতে ইব্রাহীম এর ১৯৯০ ইং সনে মৃত্যুতে বাদী মোঃ ইসলমা চৌধুরী ১৮/০৭/০৬ ইং তারিখে মোতওয়াল্লী নিযুক্ত হন এবং উক্ত সম্পত্তি ইসিভূক্ত করেন যাহার নম্বর ৮৮৮৭। প্রদর্শনী-৮ দ্বারা উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর বর্তমান মোতওয়াল্লী বাদী ইসলাম চৌধুরী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অত্র মামলায় প্রতিযোগী বিবাদীপক্ষ ১৯৪০ সনের উক্ত ওয়াকফনামা দলিল অস্বীকার বা কখনো কার্যকর হয়নি মর্মে দাবি করলেও দেওয়ানী ৭০/১৯৫৪ মামলার রায় প্রমাণ করে যে জিন্নত আলী চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিন ১ম ওয়াকফনামা ও জিন্নত আলী চৌধুরীর পুত্রগণ দ্বারা সম্পাদিত অত্র মামলার সম্পত্তি সম্পর্কিত

১৯৪০ সনের ২য় ওয়াকফনামা দলিল কার্যকর হয়েছিল। উক্ত রায়ের আলোকে আরজি বর্নিত তথা আর এস ৪৪, ২৫৩৮, ৪৬১, ৪৪২, ৪৩০ নং খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি যে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ছিল উহার সত্যতা পাওয়া যায়। অপরাপর খতিয়ান সম্পত্তি সেই মামলায় তফসিলভূক্ত ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। দ্বীপকালামোড়ল মৌজার অনালিশী বি এস ২৬৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর পক্ষে মোতয়াল্লী মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর নামে রেকর্ড হয়। সুতরাং কথিত ১৯৪০ ইং সনের ওয়াকফনামা দলিল কখনো কার্যকর হয়নি মর্মে বিবাদীপক্ষের এমন দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

আরজি বর্নিত দ্বীপকালামোড়ল মৌজার ১ ও ২ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৩ ও ৪৪ নং খতিয়ানের সম্পত্তি বি এস জরিপে বি এস ১৪৭ নং খতিয়ানভূক্ত **[প্রদর্শনী-২]** হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। একইভাবে ৪, ৫ ও ৬ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৪২, ৪৬১ ও ৪৩১ নং খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি বি এস ৬৬১ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-৪]** অন্তর্ভূক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। একইভাবে ৭ নং তফসিলোক্ত আর এস ৪৩০ নং খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি বি এস ২৬৬ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-৪(ক)]** অন্তর্ভূক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। এসকল খতিয়ানসমূহ হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের সম্পত্তি ছালে আহম্মদ এর পুত্র ইব্রাহিম চৌধুরী এর নামে রেকর্ড হয়। একইভাবে ৮ ও ৯ নং তফসিলোক্ত আর এস ২৫৩৮ ও ২৮৩৫ নং খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তি বি এস ৭৭৪ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-৪(খ)]** অন্তর্ভূক্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত খতিয়ানের তজু মিয়া চৌধুরী এর পুত্র সুলতান আহম্মদ চৌধুরী এর নামে রেকর্ড হয় মর্মে পাওয়া যায়। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় আরজি বর্নিত ১, ২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ১৯৪০ ইং সনের ওয়াকফনামা দলিল মূলে জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হলেও বি এস জরিপে উক্ত ওয়াকফ স্টেটের নামে রেকর্ড না হয়ে ভুল ও ভিত্তিহীন বিবাদীদের পূর্ববর্তী ব্যাক্তি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও সুলতান আহম্মদের নামে রেকর্ড হয়েছে। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে রেকর্ড হয়েছে।

১৭-৩২ নং বিবাদীগণ নালিশী ৮নং তপশীলোক্ত আর. এস. ১২১৯ নং দাগের ৯৭ শতক সম্পত্তি অত্র সোলেসূত্রে অপর ২০৪/২০০৭ মামলায় প্রাপ্ত হবার দাবি করেছেন। বাদী উক্ত সোলেনামা ডিক্রী রদ রহিতের প্রার্থনায় যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, চট্টগ্রামে অপর ১২১/২০০৯ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার ২৬/০৭/২০১১ ইং তারিখের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদীপক্ষ ১৯৪/২০১১ রিভিশন দায়ের করিলে রিভিশন আদালত ২০৪/২০০৭ মামলার ডিক্রীর কার্যক্রম স্থগিত করেন। প্রদর্শনী-৭ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। ৮ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হলেও বাদী জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট কে অপর ২০৪/২০০৭ মামলায় বিবাদী শ্রেনীভূক্ত করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। ৮ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বিধায় তা ব্যাক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই বলে আমি মনে করি।

বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, আর. এস. রেকর্ডীয় মালিকগণের সহিত পারিবারিক আপোষ বিভাগ মতে আর. এস. ২৫৩৮ খতিয়ানের আর. এস. ১২১৯/১২২২/১২৪০ দাগাদির সমুদয় ১.৩১ একর নালভূমি তজু মিয়া চৌধুরী এককভাবে প্রাপ্ত হন। তজু মিয়া চৌধুরী মরনে পুত্র সুলতান আহমদ চৌধুরী পায় এবং তার নামে পি এস ও বি এস খতিয়ান হয়। সুলতান আহমদ চৌধুরীর নামে বি. এস. ৭৭৪ নং খতিয়ান হলেও [প্রদর্শনী-৫] হতে দেখা যায় আর এস ২৫৩৮ খতিয়ানের সমুদয় সম্পত্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয়। উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তি সুলতান আহম্মদের নামে রেকর্ড ভুল এবং উক্ত সম্পত্তি তৎ ওয়ারীশগনের হস্তান্তরের কোন অধিকার নেই। এমতাবস্থায় সুলতান আহম্মদের ওয়ারীশ নূর মোহাম্মদ চৌধুরী কর্তৃক মাহফুজ কামাল বরাবর ০৯/০৮/২০০৮ সনে ৫৬৮৬ নং দলিল মূলে বি. এস. ৭৭৪ খতিয়ানের বি. এস. ১৩০৬ দাগের আন্দর ২০ শতাংশ বা (১০ গন্ডা সম্পত্তি হস্তান্তর বে-আইনী হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত অকার্যকর কবলা দ্বারা গ্রহীতার অনুকূলে কোন স্বত্ব স্বার্থ সৃষ্টি হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় আমার সুচিন্তিত অভিমত হলো যেহেতু আর এস ২৫৩৮ খতিয়ানের সম্পত্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি, সেহেতু উক্ত খতিয়ানের কোন ভূমি সুলতান আহম্মদ বা তৎ ওয়ারীশগণ কোনরুপ মালিকানা বা স্বত্বের দাবিদার হবেন না। তদানুযায়ী তাদের নিকট হতে পরবর্তী হস্তান্তর গ্রহীতাগনও কোন স্বত্ব স্বার্থের অধিকারী হবেন না। এমতাবস্থায় তফসিলোক্ত নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনের কোনুরপ স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আদালতের সিদ্ধান্ত এই যে আরজি বর্নিত ১, ২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ১৯৪০ ইং সনের ওয়াকফনামা দলিল মূলে জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয়। উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে বিবাদীগণ কিংবা তৎ পূর্ববর্তী মোহাম্মদ ইব্রাহিম বা সুলতান আহম্মদের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। তফসিলোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান সমূহ জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর নামে না হয়ে ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে উক্ত মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও সুলতান আহম্মদের নামে রেকর্ড হয়েছে। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ **" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"**

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১৭-৩২/৩৩/৭ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে আংশিক ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, আরজি বর্নিত ১, ২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ১৯৪০ ইং সনের ওয়াকফনামা দলিল মূলে জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ স্টেট এর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হয় এবং উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ১৪৭, ৬৬১,২৬৬,৭৭৪ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে জিন্নত আলী চৌধুরী ওয়াকফ এস্টেট এর নামে রেকর্ড না হয়ে ভুল ও অশুদ্ধভাবে বিবাদীগণের পূর্ববর্তী মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও সুলতান আহম্মদের নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।